# বিবাহ মন্ত্র

এ ছিলো প্রয়োজনের বিবাহ, মাটি ও বীজের কাহিনী থেকে
বেশ কিছুটা দূরে কেটে কেটে মুখস্থের বিবরণ।
তুমি থুথু দাও, কাদা ছিটাও, জলদ কণ্ঠে যতই দাও
অভিশাপ। নির্বাসনের আগে নারীকে নিংড়ে নেয়
জ্ঞাতি বংশ শিকড়। বিড় বিড় শব্দে সুক্ষ্মতর ঘৃণার
দরকষাকষিতে ছিন্নমুন্ডু রক্তপাতশ্মশানের চিতাকাঠ
একসাথে হেসে ওঠে হো হো করে।

কোনও দোষ দেব না তোমাকে, শুধু বল
কতোটা দোষই বা আমার! জন্ম মৃত্যুর এই
মধ্যবর্তী খেলায়, হতে পারি নি খেলোয়াড়
হয়েছি বল, হয়েছি ব্যাট অথবা গোলপোস্ট
কখনও হাতে ক'রে কখনও বা পায়ে করে
যতসব ছোটছুটি লুটপাঠ মুকুট ও মাংস
আহরণ।

ক্ষমা ক'র আমাকে। আয়নায় নিজেকে দেখে
ছেঁকে ধরে অনিঃশেষ কষ্ট-অপরাধ, পুনরায় প্রযত্ন
বদলের ফাঁকে ফাঁকে ফড়িঙের পাখা থেকে
খুলে ফেলি রঙিন বেহালা আর যাবতীয় গান
মুখোশ অসুখ নিয়ে ছুঁয়ে দেই দু'পা তোমার

এবার নগ্ন হব, গান গাব আগুনের জিহ্বায়
চুমু খাব একটানা গতবাঁধা ডিভান সোফায়
শুধু পেছনে ঘূর্ণিবার্তা লুকনো জলের রেখা
আজ আমার বিবাহ মন্ত্র অদ্ভুত উচ্ছাসে নাচে
আমাকে ভেঙে।

ফেরদৌস নাহার